সমকাল

তারিখ 18 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পটিয়ায় ঝুঁকি নিয়ে ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর মহাসড়ক পার

■ আহমদ উল্লাহ, *পটিয়া (চট্টগ্রাম)*

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে পটিয়ার ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়ক পার হতে হয়। কারণ এ মহাসড়কের চট্টগ্রামের পটিয়া অংশে কলেজবাজার থেকে মোজাফফরাবাদ পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ধরনের পদচারী সেতু নেই। প্রায় ১০ মিটার প্রস্থ সরু এ মহাসড়কের দু'পাশে ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পারাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও।

মহাসড়কের পটিয়া অংশের পাশে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি মেডিকেল কলেজ, ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি উচ্চবিদ্যালয়, দুটি মাদ্রাসা ও তিনটি কলেজ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– এজে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ, এজে চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্যম শিকলবাহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আল্লাই ওখারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চক্রশালা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চক্রশালা উচ্চ বিদ্যালয়, এয়াকুবদণ্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এয়াকুবদণ্ডী এস পি উচ্চ বিদ্যালয়, লড়িহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউনিয়ন কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়, আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া সরকারি কলেজ, পিটিআই প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোজাফফরাবাদ নিত্যানন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহছেনা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোজাফফরাবাদ কলেজ, বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম গুল চেমন আরা মেডিকেল কলেজ, বেগম গুল চেমন আরা শিশু নিকেতন, শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা।

রাস্তা পার হয়ে ইউনিয়ন কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়টির নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইমন বলে, 'এভাবে প্রতিদিন পার হতে তার ভয় লাগে। তবুও প্রতিনিয়ত এভাবে পার হয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করি।' পটিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও পৌর মেয়র অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, কলেজবাজার থেকে মোজাফফরাবাদ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ৩০টি। এই অংশে কমপক্ষে দুটি পদচারী সেতু দরকার।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া উপজেলার শিক্ষার্থীরা এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছে ■ সমকাল

পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৭০০। পাশের দুটি বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়। এই শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পারাপারের জন্য থানার মোড় এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে পদরারী সেতু দরকার।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাঈনুদ্দিন মজুমদার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোতাহের বিল্লাহ দু'জনই বলেন, 'মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদচারী সেতু তৈরি করা উচিত।'

সওজ চট্টগ্রামের (দোহাজারি বিভাগ) নির্বাহী প্রকৌশলী তোফায়েল মিয়া বলেন, 'এ সড়কটিতে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পটিয়ার শান্তিরহাট ও থানার মোড় এলাকায় দুটি পদচারী সেতু (ফুট ওভারব্রিজ) পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এ ছাড়া মহাসড়কে পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিজিটাল সাইনবোর্ড দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'